Choice Based Credit System
Department of Philosophy
Syllebus

SEC - II - Critical Thinking

Unit - I

Rasvihary Das, Philosophical Essays, edited by Ramprasad Das:

Ardical: Pursuit of Truth Through Doubt and Belief, On Knowledge, Self-Knowledge

Unit - II

Vada, Jalpa, Bitanda, Tarka, Samsaya, Bislesaka Padhati

(3)

Q) What is Vada ?

Q) What is Samsaya ?

Q) What is Jalpa ?

Q) What is Bitanda ?

Q) Distingush between Knowledge and Self knowledge

Q) What is Commoncence Realism ?

Q) What is self Know... ?

(6)

Q) Distingush between knowledge and Consciousness.

Q) Scientific Realism ⇄ What is ?

Q) Distingish between Commoncence Realism and ~~Realism~~ Practical Idealism.

Q) Distingush between Vada and Jalpa.

Q) Distingush between Samsaya and Tarka.

(12)

Q) What is scepticism ? Descarts is a sceptic ? What do you mean by ~~Sar~~ Scepticism ?

Q) Distingush between Knowledge and Belief. Can true ~~faith~~ Belief be called knowledge ?

Q) What do you mean by Annikhiki method ? What is sarthanumana and Parartthanumana ?

Q) What is Tarka ? Discuss different types of Tarka.

12

(12) 1) Explain the commonsense realism following R.B. Das.

2) Write down the arguments given by R.B. Das him fabour of Possibility of Self knowledge.

F.C.
3) Explain the concept of Samsaya. why is it considered as invalid knowledge.

or

Explain the role of ~~sky~~ skepticism in knowledge.

(5) 4) Do you think that bilief and knowledge are complementary to each other? Explain.

(7) 5) Write a note on practical idealism.

(54) 6) Discuss critically R.B. Das concept of knowledge.

06

1) What is Tarka? Explain role of Tarka in indian philosophy.

2) Explain the concept of Vada and Jalpa.

3) Is Tarka a promoter to a pramano? ತರ್ಕ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ?

4) Distingush between Knowledg and consciousness

(5) Explain the role of philosophy as critical thinking.

6) 'Philosophy is the science of all sciences.' Explain following R.B. Das.

(7) What are the different modes of consciousness.

(8) Distinguish between cognition and volition with example.

9) Distinguish between volition and ~~filli~~ feeling.

(10) Distinguish between scientific and philosophical knowledge.

(a) 11) What is critical reflection following R.B. Das?

(5) 12) Do you think that knowledge is possible? If so, what kined of knowledge can we get in philosophy.

1) What does R B Das mean by a Philosopher ?
2) What is critical thinking ?
3) What is true Knowledge ?
4) What do you mean by Illusory Perception?
5) What type of cognition is tarka ?
6) What is skepticism ? (18)

Nyaya

7) What are the ~~three~~ three typs of Katha. mentioned in nayaya philosophy ?
8) What is philosophy ?
9) 'Consciousness is already of an objective' — What is the meaning of this phrase. (112)
10) What is cognition ?
11) What is volition ?
12) What is Vitanda ?
13) What is Jalpa ?
14) What is Vada ?
15) What is mysticism ? (9)
16) Define Knowledge following R.B. Das. (53)
17) How does R.B. Das distingush between to stages of conscious: doubt and knowledge.

(18) What does the word 'I' stande for?

(19) Is it possible to perfom two acts of knowledge at the same time.

(20) How is ~~Kaird's~~ Caird's arguments ~~of~~ for self knowledge refuted by R.B.Das

(21) Why R.B. Das claimes him selfe theoritical Realist.

Purnima maam PDF Date= 16/03/23

Purnima maam has given in PDF format

Q) Distinguish between Realist and Idealist terms:

=> বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে বস্তুবাদ এবং ভাববাদ হল দুটি বিপরীত মতবাদ। এই দুটি মতবাদ একে অপরের বিপরীত দুটি বিপরীত মতবাদ। এই দুটি মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য গুলি নিম্নে আলোচনা করা হল —

(i) যে মতবাদানুসারে জাগতিক বস্তু সমূহের অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে না, আমরা না জানলেও তাদের অস্তিত্ব থাকে তাকে বস্তুবাদ বলা হয়। বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের বস্তু উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

অপরদিকে, যে মতবাদানুসারে জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জ্ঞেয় বস্তুর মানসিক প্রত্যয় কোন জ্ঞাতা নেই তাকে বলা হয় বা সেই মতবাদকে বলা হয় ভাববাদ।

(ii) বস্তুবাদানুসারে জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধ বাস্তব বা আবশ্যিক এবং এই সম্বন্ধ স্থির বলে জ্ঞাতা অথবা জ্ঞানের বিষয়ের স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না, তারা নিজ নিজ স্বরূপে অবস্থান করে।

অপরদিকে, বস্তুবাদানুসারে ভাববাদানুসারে, ~~জ্ঞাতার মন বা চেতনা বা ধারণার বস্তুকে গঠন করে — জ্ঞাতার চেতনা বা ধারণাকে অনুসরণ করেই বস্তুর গঠন হয়। এই ভাব বলাবার বস্তুবাদানুসারে বহির্জগৎ বস্তুজগতকে গঠন করে। আর ভাববাদানুসারে মনই বস্তুকে গঠন করে।~~ জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়ের সম্বন্ধ হল অন্তর বা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ — এই সম্পর্ক স্থির হলে জ্ঞাতার অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে হয়।

(iii) বস্তুবাদানুসারে আমাদের জ্ঞান বস্তুকর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় বস্তু হচ্ছে জ্ঞান সংগঠিত বস্তুর অনুসরণ করেই আমাদের জ্ঞানের গঠন হয়।

অন্যদিকে, ভাববাদানুসারে জ্ঞাতার মন বা চেতনা বা ধারণাই বস্তুকে গঠন করে। জ্ঞাতার চেতনা বা ধারণাকে অনুসরণ করেই বস্তুর গঠন হয়। এই কথায় বলা যায় বস্তুবাদানুসারে বস্তুই জ্ঞানকে গঠন করে। অপর ভাববাদানুসারে জ্ঞানই বস্তুকে গঠন করে।

(iv) বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর ধারণা অভিন্ন নয়; তারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়।

অন্যদিকে, ভাববাদানুসারে বস্তু ও বস্তুর ধারণা অভিন্ন।

Q) What do you meant by commonsense Realism? Explain its main statement with criticism.

⇒ Naiv Realism or commonsense Realism or Unscientific Realism :—

যে বস্তুবাদানুসারে মন, নিরপেক্ষ বা জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং বস্তুকে সরাসরি জ্ঞান করা যায় বলে বলা হয় তাকে সরল বস্তুবাদ (Commonsence Realism)। জ্ঞানের বিষয় হিসাবে দৃশ্যমান মানুষের যে মতবাদ (commonsense View) সেটাই হল সরল বস্তুবাদ। এই মতবাদানুসারে আমরা সরাসরি যা জানি তাই সত্য।

কমন সেন্সের বাস্তবতার মূল বক্তব্য (Commonsense Realism is the main statement) :—

(i) আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে আমাদের মনের বাইরে অসংখ্য বস্তু আছে। যেমন- গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি। এই মতবাদ বস্তুবাদ বিশ্বাসী। এই জগতে যেমন অনেক মানুষ আছে এবং তাদের মন আছে, তেমনি অনেক বস্তুও আছে।

(ii) বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের মনের উপর নির্ভর করে না। গাছ, পাহাড় ইত্যাদির অস্তিত্ব আমাদের দেখার উপর বা ধারণার উপর নির্ভর করে না। আমরা প্রত্যক্ষ না করেও তারা অস্তিত্বশীল থাকে। অর্থাৎ বস্তু সম্মুহের অস্তিত্ব মন-নিরপেক্ষ।

(iii) এই মতবাদ অনুসারে আমরা বস্তুকে সরাসরি জানি। অর্থাৎ বস্তুটি আসল যেমন আমরা তাকে সরাসরি চিনি সেভাবেই জানি। মন যেন এক আয়না যার উপর প্রত্যক্ষের বস্তুটি সরাসরি প্রতিফলিত হয় এবং বস্তুটি চিনি যেমন সেভাবেই অবিকল প্রতিফলিত হয়। আমাদের চেতনা যেন এক দর্পণী আয়না।

(iv) বস্তুকে সরাসরি জানার ফলে আমাদের চেতনা বস্তুকে প্রভাবিত করে না, বরং বস্তুই আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তু যেমন, সেভাবেই আমাদের বস্তুর জ্ঞান হয়।

(v) বস্তু যেমন মনের বাইরে আছে, বস্তুর গুণগুলিও তেমনি মনের বাইরে আছে। মনের বাইরে যে বস্তু আছে যেমন আমরা সরাসরি জানি, সেই বস্তুর অন্তর্গত বর্ণ, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণগুলিকেও আমরা

দেখাদেখি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। দৃশ্যমান উপলব্ধির মতন আমাদের চেনা ও অ-চেনা বস্তুর দৃষ্টি দ্বারা পরিচিতি হয়।

সমালোচনা :—

দেখল বস্তুবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। দেখল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল, এই মতবাদ অন্যান্যের প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বস্তুকে যদি আমরা দেখাদেখি এবং দৃষ্টি লাভ প্রত্যক্ষ করলে ভ্রান্তজ্ঞানের কোন সম্ভাবনা থাকে না — ~~এবং কারণ দৃষ্টি সম্ভাবনা থাকে না~~ এবং কারণই দৃষ্টি উৎপত্তি হয়। কিন্তু আমরা সময় আমাদের জ্ঞান যে ভ্রান্ত হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। যেমন — রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়।

9) Define Samsaya with example.

⇒ সংশয় :— (6)

সংশয় হল্যুর্ন্ত্য। যেমন — কোন তত্ত্ববিষয়ে সংশয় না হলে দার্শনিক বিচারের অবতারণা করা না। এই সংশয় দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যতম অবলম্বন। দিনটি — দীর্ঘ বা বস্তুতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের বৈশিষ্ট্য জ্ঞানকে সংশয় বলে। বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের অবস্থানের কারণে সংশয় উৎপন্ন হয়। সংশয় দ্বিকোটিক না বহুকোটিক। দ্বিকোটিক হলে বলতে হবে ঈশ্বর দৃশ্য কিনা? (স্থাণু) বহুকোটিক হলে বলতে হবে ঈশ্বর দৃশ্য না মানুষ (স্থাণু কি পুরুষ)।

যাক সম্পর্কে আমরা কিছুই বলতে পারি না, অর্থাৎ যাক সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত জানতে পারি - এই ধরি যোগ কোনো সংশয় হতে পারে না। ফলে এই সমস্ত যোগ কোনভাবেই দার্শনিক যুক্তি তর্ক করা সম্ভব না। কিন্তু যা সংশয় করা যায় তার সম্পর্কে আমাদের বাদ বিতর্ক চলতে পারে বলে দর্শনের জন্ম হয়েছে।

সংশয়বাদ হল কোন বিষয়ের ব্যাপারে সম্পর্ক বিরুদ্ধ মত প্রদর্শন। যাহা বা স্বরূপ বিষয়ে বিষয় সম্পর্কে যাহার এবং স্বরূপের এই বিরোধমুখী বাক্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সংশয় দুই কারণে হতে পারে। যথা - প্রথমত যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সাধারণ ধর্মের প্রত্যয় হয় তখন সেখানে সংশয় আসে। দ্বিতীয়ত, যে দুটি বস্তুর মধ্যে সংশয় হয় তাদের ধর্ম যখন সমান বোধ হতে পারে। যেমন:- শব্দ নিত্য বা অনিত্য উভয়ের শব্দের যেমন মানুষ জীব শ্রেণির মধ্যে থাকে না, ঠিক তেমনি পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যের মধ্যেও থাকে না। ফলে আমাদের সংশয় হয় শব্দ নিত্য না অনিত্য। তৃতীয়ত, যখন কোন বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচারে আচরণের শক্তিদুর্বল হয় আমাদের কাছে তখন সেখানে সংশয় দেখা দিতে পারে। যেমন - যদি প্রশ্ন করা হয় আত্মা আছে কি নেই তাহলে এই সংশয়ের উত্তর আত্মা আছে এই রকম আচরণ যেমন পাওয়া যায় তেমনি আত্মা নেই এই রকম বাচরণও পাওয়া যায়। এই সংশয় হয়। চতুর্থত, আমাদের প্রত্যয় পার্থক্য বা অনিয়ম থাকার জন্য আমাদের সংশয় হতে পারে। যেমন - সেখানে যা দেখছি তা ধূম না মরীচিকা। পঞ্চমত, অধ্যাত্মের অনিয়ম

বাস্তবে দেখা যায়। যেমন - কোথাও কারোর অন্যায় থেকে দেখা যায় যে, কারোর সেখানে দায়িত্ব বেশি অথবা কাজ।

পরিশেষে বলা যায় যে, যদি দেখার না থাকে তাহলে কখন কারোর কোন শাস্তি হতে পারে না। যতক্ষণ সাক্ষ্যের স্বাক্ষর উপস্থিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দেখার চলতে পারে। কিন্তু তার সাক্ষ্যের সঠিক দেখার দ্বারা সমস্ত কিছু যথার্থ প্রমাণ করা যায়।

5) Distinguish between Vada and Vitanda.

→ বাদ :
বাদ হলো তত্ত্বের
বাদ হল তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য এক প্রকার কথা বা আলোচনা। বাদ হল তত্ত্বজ্ঞান নির্ধারণ করার জন্য দুজন ব্যক্তির নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা। বাদের কথা চিন্তা না করে যখন তত্ত্বজ্ঞান নির্ধারণের জন্য কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাকে বলা হয় বাদ। অর্থাৎ পরস্পরের কথা চিন্তা না করে কেবল তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য যে বিচার করা হয় তার নাম বাদ। যেমন — আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা এই নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। এইক্ষেত্রে আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করার জন্য যে আলোচনা তাহাই বাদ। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই তিনটির মধ্যে বাদ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন — বাদ এর ক্ষেত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে যে তর্ক হয় তা মূলত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পরাজয় স্বীকার থাকে না।

→ বিতণ্ডা :—

বিতণ্ডা হল কপট তর্ক। অন্যের মত খণ্ডনের জন্য কোন তর্কের অবতারণা, এটি হল একপ্রকার ছলহীন তর্ক। এক্ষেত্রে কোন পক্ষই নিজের মত প্রতিষ্ঠা না করে অপরের মতের খণ্ডন করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বিতণ্ডা হল একপ্রকার আলোচনা যার লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান নয়, পরাজয় স্বীকারও নয়, তার একমাত্র লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করা। বিতণ্ডা একটি নিকৃষ্ট

বিষয়। একজন বিজ্ঞান কোন সত্যতা নির্ণয় করে না।

Q) Distinguish between Samsaya and Tarka.

⇒ সংশয় :— (6)

সংশয় দর্শনের শত্রু। কেননা কোন তত্ত্ব বিষয়ে সংশয় না হলে কখনও দার্শনিক কী কারো আসতে পারে না। তাই সংশয় দার্শনিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত অবলম্বন। একটি ধর্মীয় বা বস্তুত বিরুদ্ধ নানা যুক্তি পৌঁছায় ছাড়তে সংশয় হল। বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের উপস্থান কাজ থেকে সংশয় উৎপন্ন হয়। সংশয় দ্বিকোটিক বা ত্রিকোটিক। দ্বিকোটিক হলে বলতে হবে স্থাণু কিনা? (স্থাণু), ত্রিকোটিক হলে বলতে হবে স্থাণু বৃক্ষ বা মানুষ (স্থাণু বা পুরুষ)।

যার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না আবার যার সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি জানতে পারি — এই দুটি ক্ষেত্রে কোনো সংশয় হতে পারে না। তাই এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন প্রকার দার্শনিক যুক্তি তর্ক করা সম্ভব না। কিন্তু যা সংশয় করা যায় তার সম্পর্কে আমাদের কাছ বিতর্ক চলতে থাকে ফলে দর্শনের সৃষ্টি হয়।

তর্ক :—

প্রাচীন কাল হতেই তর্ক শব্দটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তর্ক হল এক প্রকার পরোক্ষ যুক্তি। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হওয়া যায় তাই সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত যে অসম্ভব

তা প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখানো হয় তাকেই তর্ক বলা হয়। ~~সিদ্ধান্ত হল যে, বায়ুর অভাবেই পাখী পড়ে গেল। এই সিদ্ধান্ত যদি কেউ অস্বীকার করে এবং প্রমাণ করে যে বায়ুর অভাবে পাখি উড়তে পারে না বলে পড়ে গেল।~~ সিদ্ধান্ত হল যে, বায়ুর অভাবেই পাখি পড়ে গেল। এই সিদ্ধান্ত যদি কেউ অস্বীকার করে, তখন তার বিরুদ্ধে এই ভাবে যুক্তি দেখানো যায় যে, 'যদি বাতাস না থাকে, তাহলে পাখি উড়তে পারে না'। এই যুক্তিকেই বলা হয় তর্ক।

Tuition Photo Date = 21/03/23

Q) Explain the utility of Philosophy by R.B. Das. (দর্শনের উপযোগিতা) 12

=> সমালোচনামূলক অভিধানের হিসাবে দর্শন সম্পর্কে R.B. Das -এর দৃষ্টিভঙ্গির থেকে অনুমান করা হয় যে দর্শন কোনো একটি বিষয়। দর্শন হল একটি যুক্তি দিয়ে বিচার করার যোগ্য দার্শনিক জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়নি। আমাদের কাছে জ্ঞানের একটি অর্থ আছে বলে মনে হয় এবং বিজ্ঞান যদি বাস্তবতা সম্পর্কে সমস্ত অর্জনযোগ্য জ্ঞান দেয় তবে দর্শনের আর কিছুই করার নেই বলতে হয়। এটি বলা হয় যে বিজ্ঞান বাস্তবতার কিছু অংশ বা দিক নির্ধারণ করে, যখন দর্শন সামগ্রিক ভাবে বাস্তবতা নির্ধারণ করে।

সমস্ত বিজ্ঞানই দার্শনিক প্রকল্প। তাই, যদি সমস্যা মনে করা হয়েছিল যে দর্শন হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা এটি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ফলাফলকে একীভূত করে। এটি অবশ্যই একটি অসম্ভব ধারণা, কারণ এমন কোনো দার্শনিক খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি নিজের মধ্যে সমস্ত উপলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে একত্রিত করেন এবং অবশেষে এটি দর্শনকে অবনমিত করে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং এর জন্য আলাদা কিছু রাখে না। যারা মনে করেন যে জ্ঞান সুনির্দিষ্ট ধারণার হওয়া উচিত এবং তারা নিশ্চিত

যে বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে আমাদের জ্ঞান দেয়, তারা প্রায়ই কখনই মনে করে যে আমরা দর্শন থেকে জ্ঞান পাই না। আমরা প্রায়ই মনে করি যে, আমরা দর্শনে জ্ঞান পাই যা সেই দর্শন বিজ্ঞান থেকে আলাদা, এই আমরা কাজ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। বিশ্বটি বৈজ্ঞানিক রূপ "S is P" আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে, যেখানে S বিশ্বের সাধারণ এবং P এর বৈশিষ্ট্যের কথা দেয়। বিশ্ব বস্তু এবং এর গুণের (বিশেষ তাদের সম্পর্ক সহ) দ্বারা গঠিত বিশ্বটি সত্য প্রকাশ করার জন্য বলা যেতে পারে। যখন আমি এই দাবিটি জানি এবং এটি সত্যই জানি, এবং "আমি জানি যে" মনে হয়, এটি আসল সত্য এবং এর জ্ঞানও সত্য। কিন্তু যখন আমরা কোন বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানের দাবি করি, তখন মনে হয়, আমরা জানাতে একটি ঘটনা বা দ্বারবস্তু হিসেবে দাবি করি না, কেবল পারিপার্শ্বিক বস্তু হিসেবে। প্রকৃত জ্ঞান বলতে আমরা এমন জ্ঞানকে বুঝি যা কোন বিষয়গত ফোকাসের দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং সত্য জ্ঞানের দাবি করার ক্ষেত্রে, বিষয়টিকে প্রায়ই থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, যদিও দার্শনিক বস্তুর বস্তুনিষ্ঠ উদ্দেশ্য এটি সর্বদা উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে আমি অনুমান করি যে, যখন আমি বিশ্বটি সত্য জানি এবং যখন অনুমান করি যে, এটি পারিপার্শ্বিক হিসেবে জানি, তখন আমি একই বিষয়টি জানি। শুধুমাত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা জ্ঞান অর্থ দার্শনিক এবং প্রথম ক্ষেত্রে না। বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করা এবং অস্বীকার করা মানে পার্থক্যের সাথে দার্শনিক ভুল মনে হয়।

মানুষ ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান আমরা পাই, জ্ঞান সর্বকালের এবং মানুষের এই গুটি উভয়ের মানুষ বা প্রশ্ন দ্বারা চালিত করা হয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ইতিবাচক বলিয়া প্রতিফলিত বলা যেতে পারে, কারণ এটি আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলনের উপর নির্ভর করে না, এটি একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সর্বদা বস্তুনিষ্ঠ বিচারের উপর করা হয়, যেখানে কোনো বিষয় বা জ্ঞানকে কোনো নির্দিষ্ট প্রভাব নেই। যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে আরও প্রতিফলিত করা হয় এবং দার্শনিক স্তরে উন্নীত করা হয় তখন এই ধারণার উদ্ভব পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে — আদর্শ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং অভিজ্ঞতাই হল সেই ক্ষেত্রটি যেখানে পার্থক্য করা যায়। অভিজ্ঞতা হল এবং বস্তুর হল জগৎ, এটিকে দর্শনের দ্বারা উন্নত করা যায় না; ইহা প্রতিফলিত হওয়ার অর্থ ভাষা। কিন্তু, উদ্ভূত প্রশ্ন; আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কল্পনা প্রসূত নির্মাণের সাথে যুক্ত এবং জ্ঞানের অনুমান যুক্ত। এই ধারণার জ্ঞানের ক্ষেত্রে দর্শনের কাজ হল অভিজ্ঞতাকে অনুমান জ্ঞান দিয়ে; তাহলে কোনো ন্যায়সঙ্গত এবং সেগুলি পরিষ্কারভাবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা বা আবিষ্কার করার লক্ষ্যে একটি সমালোচনামূলক প্রতিফলনের অধীন করা। আসলে দর্শন আমাকে শেখায় সমালোচনামূলক প্রতিফলনের মধ্যে উচ্চ পেশাদারী হওয়া। আমরা একটি জীবনের সমালোচনামূলক প্রতিফলন হিসাবে বর্ণনা করতে পারি, "জীবন" কে

হয়তো আমরা অর্থ বুঝতে পারি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের চারপাশে অভিজ্ঞতা অর্থ হলো যেমন বিজ্ঞান, শিল্প, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ের সব ধারণার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। আমরা প্রতিফলিত হই, আমাদের মন বস্তুতে পরিণত হয়, বেশিরভাগই বাহ্যিক বস্তুর দিকে। কিন্তু যখন আমরা উদ্দেশ্য সাধন কিছু বাস্তবের সম্মুখীন হই, তখন আমাদের মন ফিরিয়ে দিয়ে ফিরে যায় এবং আমরা প্রশ্নবিদ্ধ মন নিয়ে বিষয় ভাবা বিবেচনা করতে শুরু করি। প্রায়শই এই ধারণার বিবেচনা বোধগম্যের অনুভূতি দিয়ে শুরু হয় এবং মনে হয়, যায় অর্থ বিষয়টি বিশ্লেষণের অনুভূতি। এই ভাব দর্শনের পিছনে (Root) বা দার্শনিকতামূলক প্রতিফলন বলে মনে হয়।

দার্শনিক প্রবন্ধগুলি বাস্তব এবং বিশ্ব এবং স্বরূপের বিভিন্ন এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে দার্শনিকের মতামত পায়। আমি দর্শনকে দার্শনিক মূলক প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেছি, এবং এই দার্শনিকতামূলক প্রতিফলনটি তিনটি জিনিস এবং কীভাবে এটি চালানো যেতে পারে; আমরা কেবল দর্শনের ইতিহাস থেকে শিখতে পারি। দর্শন নিজেই আমাদের শিখাতে হবে দর্শন কি। যখন আমরা দর্শন শেখানোর দাবি করি তখন আমরা কেবল দার্শনিকতামূলক প্রতিফলন শেখানোর চেষ্টা করি, হয় এর ভুলটি সংশোধন ব্যাখ্যা করে যেমনটি আমরা স্বীকৃত দর্শনের ধারণায় পাই,

অথবা ব্রুনো-রকম নিরেরাট এবং একটি প্রদর্শনী দিয়ে থাকি। একেক দার্শনিকের একেকটি মতামত, বা তার দ্বারা প্রদত্ত সিদ্ধান্ত কোনো প্রাথমিক গুরুত্বের বিষয় নয়। একবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তারা কীভাবে পৌঁছেছিল, বা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় তারা কি কী করেছিল। এটা তে দার্শনিক কাল অর্জিত কিছু চেষ্টাযোগ্য ব্যক্তি কী: মতামত গ্রহণ করেছিলেন বা ~~[illegible]~~ নানার জন্য নিজে ইতিহাস শেখা কিন্তু কীভাবে তারা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন তা শিখতে হবে দার্শনের একটি পদ্ধতি হবে এবং তাদের দার্শনিকের কাছ বা অদ্ভুত দার্শনিক মতামতগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে বিবেচনা করা। দর্শন চর্চা করা হয়। দার্শনিক হোক দার্শনিকের মতামত নিন, কিন্তু সমালোচনামূলক প্রতিফলন, আমি বিশ্বাস করি, এবং দার্শনিকের সঠিক কমাকলা বিষয়টি কম এবং এটি চর্চার প্রক্রিয়ায় শিক্ষাযোগ্য বলে মনে হয়।

Q) Why R.B. Das claims himself theoretical realist? (রবীন্দ্রনাথ দাস কেন নিজেকে তাত্ত্বিক বাস্তববাদী বলে দাবী করেছেন?) (৩)

A) একজন বাস্তববাদী যখন কোন আদর্শবাদীর মতামত খণ্ডন করতে যায়, তখন তাদের দ্বারা যথাক্রমে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য এবং বিষয়গত ধারণাগুলির সাথে সংযুক্ত আলোচিত ভূমিকার পরিবর্তন হয়। তারা এই অর্থ যে তথ্য সাজানোর দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, উদ্দেশ্য এবং বিষয়গত, কিন্তু বাস্তববাদী সেখানে উদ্দেশ্যটিকে তাদের বিশ্লেষণ করে এবং বিষয়গত অর্থ বিষয়গত থেকে আলাদা, আদর্শবাদী বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি বিবরণ করে। R.B. Das বলেছেন আমার যেহেতু আমাদের বস্তুর প্রকৃতিগুলি জানা নিই এবং তাই আমি একজন তাত্ত্বিক বাস্তববাদী। কিন্তু যেহেতু আমার ইচ্ছা বা বাক্য আকারে সম্পূর্ণরূপে বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাই আমাদের বিজ্ঞান ব্যবহারিক আদর্শবাদী বলা যেতে পারে।

Date = 02/03/23

Photo - Tuition

Q) Give the definition of Tarka? Describe different types of Tarka. (3+9=12)

=> তর্ক :-

প্রাচীন ন্যায় শাস্ত্রে তর্ক কথাটিকে নানা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তর্ক হল একপ্রকার ব্যাপ্তিযুক্ত যুক্তি। প্রমাণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত যে অসত্য বা অপ্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখানো হয় তাকেই বলা হয় তর্ক। একটি দৃষ্টান্ত প্রদীপকে একটি অবয়ব দিয়ে আহত করার ফলে প্রদীপটা নিভে গেল। সিদ্ধান্ত করা হল যে; বায়ুর অভাবেই প্রদীপটি নিভে গেল। এই সিদ্ধান্তের যদি কেউ বিরোধিতা করে, অথবা তার বিরুদ্ধে প্রদীপ যুক্তি দেখানো যায় যে, যদি বায়ু না থাকে, তাহলে প্রদীপ জ্বলতে পারে না — এই যুক্তিকেই বলা হয় তর্ক।

তর্কের প্রকারভেদ :-

বিদ্যালঙ্কার "আত্ম তত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে পাঁচ প্রকার তর্কের উল্লেখ করেছেন যথা - (i) আত্মাশ্রয়, (ii) ইতরেতরাশ্রয়, (iii) চক্রকাশ্রয়, (iv) অনবস্থা, (v) অনির্ণয়-প্রসঙ্গ।

(i) আত্মাশ্রয় :-

যে পদার্থ নিজের উৎপত্তি অথবা জ্ঞান নিজেকে অব্যবহিত অপেক্ষা করলে উৎপন্ন যে অনিষ্টাপত্তি হয় তাকে বলা হয় আত্মাশ্রয়।

(ii) ইতরেতরাশ্রয় :—

এক পদার্থ-ব্যবহার আবার নিজেকেই অপেক্ষা করলে উপযুক্ত যে অনবস্থাটি হয় তাকে বলা হয় ইতরেতরাশ্রয়। এর অর্থাৎ অন্য বা আলাদা বস্তু।

(iii) চক্রকাশ্রয় :—

একটি পদার্থকে অপেক্ষা করে শেষে আবার নিজেকেই অপেক্ষা করলে উপযুক্ত যে অনবস্থাটি হয় তাকে বলা হয় চক্রকাশ্রয়।

(iv) অনবস্থা :—

যে ক্ষেত্রে আপত্তির যুক্তিপূর্ণ বিশ্রাম বা শেষ নাই, এমন যে সমস্ত ধারাবাহিক অনন্ত আপত্তি তাকে বলা হয় অনবস্থা।

(v) অনবধিপ্রমেয় :—

প্রকৃত সংবিদ ভিন্ন সমস্ত জ্ঞানই হল অনবধি প্রমেয় জ্ঞান। শেষোক্ত পঞ্চম প্রকার জ্ঞানকে 'বাধিতার্থ প্রমেয়' নামেও অভিহিত করা হয়। প্রমেয় শব্দের অর্থ আপত্তি। যে পদার্থ প্রমাণ বাধিত হওয়ায় অনবধি অর্থাৎ অবিধিহত; এমন পদার্থের আপত্তিই বাধিতার্থ প্রমেয়।

Q) Give the definition of Samsaya. Samsaya is a valid source of Knowledge? Describe the concept of Samsaya. (2+2+8=12)

=> সংশয়ের সংজ্ঞা :—

অনিশ্চিত জ্ঞানই হল সংশয়। কিছু ক্ষেত্রে একটি বস্তুতে যখন বিশেষিত ধর্ম বা জ্ঞানের পার্থক্যের কথা চিন্তা করা হয় তখনই সংশয় দেখা দেয়। অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিশেষ্য বা ধর্মীতে একাধিক বিশেষণ বা ধর্ম বিরুদ্ধভাবে প্রকাশ পায় তা সংশয়, এতে একটি বস্তুকে একই মনে হয় তাই-ও হতে পারে আবার বস্তুও হতে পারে। এই বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। সংশয় হল অযথার্থ জ্ঞান।

সংশয় কী যথার্থ জ্ঞান? :—

সংশয়কে যথার্থ জ্ঞান বলা যায় না। সংশয় হল অযথার্থ জ্ঞান। কেননা অনিশ্চিত জ্ঞানই হল সংশয়। যেমন— দূর থেকে একটি বস্তুকে একই মনে হয় তাই-ও হতে পারে আবার বস্তুও হতে পারে। এখানে কিন্তু বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দিচ্ছে। তাই বলা যায় সংশয় যথার্থ জ্ঞান নয়।

সংশয় :—

সংশয় দর্শনের প্রথম। কেননা কোনো কিছুতে সংশয় না হলে কোনও দর্শনই উৎপন্ন

আসতে পারে না। এই সংজ্ঞায় দার্শনিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই অন্যতম অবলম্বন। এটিই ঈশ্বরে বা বস্তুতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের বৈশিষ্ট্য জানাতে সংজ্ঞার মূল। বিরুদ্ধ যেটি দুয়ের পরস্পরকে বাদ দেয়ে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। সংজ্ঞার দ্বিধোটিক বা চতুষ্কোটিক। দ্বিধোটিক হলে হ্যাঁ বলতে হবে নয় হয় কিনা? (স্পিনোজা) চতুষ্কোটিক হলে বলতে হবে হয় বা নয় না নয়। (স্পিনোজা বা বুদ্ধ)।

যার সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারি না আবার যার সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি বলতে পারি — এই দুটি যেন কখনো সংজ্ঞা হতে পারে না। ফলে এই দুটি যেন কোনো ক্ষেত্রে দার্শনিক যুক্তি তৈরি করা সম্ভব না। কিন্তু যা সংজ্ঞা করা যায় তার সম্পর্কে আমাদের কাছে বিস্তার জানা থাকে কাল দর্শনের ইতি ঘটে।

সংজ্ঞার মূল যেমন বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে বিরুদ্ধমত প্রদর্শন। স্পিনোজা বা বুদ্ধের উপাদান বিষয় সম্পর্কে স্পিনোজা বা বুদ্ধদেব এই নিশ্চিত মুখী বাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। যথা — উপমান, যখন দুটো বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য উপলব্ধি হয় তখন তাদের সংজ্ঞায় দেয়া। দ্বিতীয়ত — যে দুই বস্তুর মধ্যে সংজ্ঞা হয় তাদের কোনো একটি সমান বাদ হতে পারে। যেমন — অনিত্য বা অনিত্য উপাদান অনুসারে যেমন শব্দ গুণ

প্রকৃতির সাক্ষ্য থাকে না; কিছু কোনো পরিবর্তন প্রকৃতি নিত্য একরূপ থাকে না। ফলে ফলে আমাদের সংশয় হয় শব্দ নিত্য না অনিত্য। দ্বিতীয়ত, যখন কোনো বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধার্থক শব্দবল পরিদৃষ্ট হয় আমাদের কাছে তখন সেখানে সংশয় দেখা দিতে পারে। যেমন — যদি বলা হয় আত্মা আছে অথবা নেই? ~~এই রকম~~ বলতে গেলে এই সংশয়ের পরে আত্মা আছে এই রকম শব্দবল যেমন আছে কোনো আত্মা নেই এই রকম বচনও পাওয়া যায় (আছে)। তাই সংশয় হয়। চতুর্থত - আমাদের প্রত্যক্ষ বাধিত যা অতিদূর থাকার জন্য আমাদের সংশয় হতে পারে। যেমন — সেখানে যা কিছু তা কুল না অকুলের। পঞ্চমত, বিশেষের অনিয়ম দর্শনেও সংশয় হয়। যেমন — যেখানে বস্তুর ধর্ম দেখে সংশয় হতে পারে যে, বস্তুটি সেখানে আছে কি আছে নেই।

পরিশেষে বলা যায় যে, যদি সংশয় না থাকে তাহলে কখন দর্শনের কোনো উদ্দেশ্যই হতে পারে না। যতক্ষণ মানুষের স্বার্থ কোনো বিষয়ে না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সংশয় হতে পারে। বিশ্বাদি গ্রন্থের মাধ্যমেই সেই সংশয় দূর করা যায়। তাই দর্শনের যেটা সংশয় হবে দর্শনটি সেটির সার্থক ভূমিকা পালন করে থাকে।

PDF

Q) Explain and examine the method of Vada, Jalpa and Vitanda. [4+4+4 = 12]

→ বাদ :-

বাদ হল তত্ত্বকে জানার জন্য উভয়কার কথা বা আলোচনা। বাদ হল সত্যতা নির্ধারণের জন্য উভয় পক্ষের নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা। কারুর কথা ভিত্তি না হয়ে যখন সত্যতা নির্ধারণের জন্য কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাকে বলা হয় বাদ। অন্য কথায় কথা চিন্তা বা তর্ক যেখানে তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য যে বিচার করা হয় তাকে বাদ বলে। যেমন - আত্মার অস্তিত্ব আছে কি নেই এটা সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হতে পারে না। এইক্ষেত্রে আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করার জন্য যে আলোচনা তাই হল বাদ। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই তিনটির মধ্যে বাদ সেরা গুরুত্বপূর্ণ। বাদ হল সেই কথা ও প্রতিপক্ষের মধ্যে যে তর্ক হয় তা মূলত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য। এখানে কোন ব্যক্তি জয় লাভের ইচ্ছা থাকে না।

জল্প :-

কোন তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল মাত্র প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য যে নিছক বাক্‌যুদ্ধ চলে তাকেই বলা হয় জল্প। জল্প হল কেবল মাত্র জয় লাভের উদ্দেশ্যে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। ন্যায়কোষ লক্ষণ করে যে বিচার করা হয় তাকেই

লক্ষ্য হল। যিনি এভাবে অবলম্বন করেন তার মূল উদ্দেশ্য হবে তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করা। প্রতিপক্ষের নিজের পক্ষ এবং অপরের বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি প্রদান করেন সে ব্যাপারে তিনি উদাসীন থাকেন। তিনি এই তর্কযুদ্ধে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানকে অবলম্বন করে যেন তেন প্রকারেণ জয়লাভ করার জন্য প্রয়াস করে থাকেন। এই ছল, জাতি, নিগ্রহস্থানকে অবলম্বন করে বিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা এই বিতণ্ডার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিতণ্ডা :—

বিতণ্ডা হল বাদ তর্ক। অন্যের মত খণ্ডনের জন্য বাদ তর্কের অবতারণা করা হল বিতণ্ডার যুক্তিহীন তর্ক। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নিজের মত প্রতিষ্ঠা না করে অপরের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বিতণ্ডা হল এমন বিচার যার লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ, জয় লাভও নয়, যার একমাত্র লক্ষ্য প্রতিপক্ষের খণ্ডন করা। বিতণ্ডা একটি নিন্দনীয় ক্রিয়া। কোনো বিদ্বান কেউ এতে অংশগ্রহণ করে না।

Q) What do you mean by Anvikshiki?

=> আন্বীক্ষিকী :—
ন্যায় দর্শনের অন্যতম আরেক নাম হল আন্বীক্ষিকী। প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি দ্বারা যা পাওয়া যায়, সেই বিষয়ের পর আলোচনা করার নাম হল আন্বীক্ষা। ন্যায় শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে পুনরায় বিচার করে দেখে বলেই তাকে আন্বীক্ষিকী বলে বা ধরা হয়। ন্যায়দর্শনের গ্রন্থকার বাৎস্যায়ন আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে সকল বিদ্যার প্রদীপ বলে অভিহিত করেছেন।

অক্ষপাদের "ন্যায়-সূত্র" গ্রন্থে — বিদ্যাসমূহকে "আন্বীক্ষিকী" শব্দের অর্থ বলেছেন। কারণ যেখানে কোনো প্রমাণ দ্বারা সত্য হয় নাই, সেই সমস্ত তর্ক বিদ্যাতেও "আন্বীক্ষিকী" শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

Q) What are the different types of Tarka?

=> ন্যায়শাস্ত্রে তর্ক 'আর-তর্ক-বিতর্ক' ভাষ্য পাঁচপ্রকার তর্কের কথা বলেছেন যথা — (i) আত্মাশ্রয়, (ii) ইতরাশ্রয়, (iii) চক্রাশ্রয়, (iv) অনবস্থা, (v) অনিষ্টপ্রসঙ্গ।

Q) What is Avayava (Nyaya)?

=> অবয়ব :—

অবয়ব হল ন্যায়ের অঙ্গ বাক্য। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন — এই পাঁচটি বাক্যকে ন্যায়ের অবয়ব বলা হয়। অবয়ব বলা যায়; ন্যায়ের অন্তর্গত বাক্যকে বলে অবয়ব। ন্যায় দর্শন দুই বিষয়ের অনুমানের উল্লেখ আছে। যথা— যথার্থানুমান ও অযথার্থানুমান। যথার্থানুমান তিনটি অবয়ব আছে। আর অযথার্থানুমান দুটি অবয়ব আছে।

Q) What do you mean by Error?

=> বিপর্যয় বা ভ্রান্তি (Error) :—

মিথ্যা জ্ঞানকে বিপর্যয় বলে। যে বস্তুতে যা নেই তাতে তা জ্ঞান বা যে বস্তু যা নয় তাকে সেই বস্তু বলে জানাকে বিপর্যয় বা ভ্রম বলে। যেমন — শুক্তিতে রজত জ্ঞান। শুক্তিতে রজতের জ্ঞান। শুক্তি বাক্যমান — এই জ্ঞান যে শুক্তে বাক্তি সেই শুক্তি বিশেষ্য হয়ে ওঠে বাক্তি বিশেষ্য হয়ে। এই জ্ঞানকে ভ্রম বা বিপর্যয় বলা হয়। — ধর্ম বিবেকের মানসিক বিপর্যয়।

Q) What is Vada, Jalpa, Bitanda? 3+3+3

Q) What is samsaya?

Q) Distinguish between knowlege and self knowledge.

প্রত্যক্ষ
মেঃ জ্ঞানবাদের
স্বরূপ - বিচার

Q) Distinguish between knowleg and concibusness

Q) দার্শনিক বহুবার ও বাস্তব সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কি?

Q) বাদ, জল্পনা মধ্যে পার্থক্য?

Q) সংশয় ও ভ্রমের মধ্যে পার্থক্য কি?

Q) সংশয়ের কারণ কি? কোনোক্ষেত্রে কি সংশয়কারী বলা যায়? সংশয় কখন বলাও কি কোনো?

Q) জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি? সত্য বিজ্ঞানের কি কোন বলা যায়।

Q) অনুমিতি কাকে বলে? কি কি? যথার্থানুমান ও অযথার্থানুমানের মধ্যে পার্থক্য।

Q) ভ্রম কাকে বলে. ভ্রমের কি কি? ভ্রম কিভাবে দূর করা যায়।

[illegible] মাধ্যমে আমরা এত পড়িশুনি করে পারি

3(1) What does R.B. Das mean by a philosopher? (দার্শনিক বলতে কি বুঝিয়েছেন)

⇒ রাসবিহারী দাস দার্শনিক বলতে যে ধরণের ব্যক্তিকে বোঝাতে চেয়েছিল — আমি উচ্চস্তরের দার্শনিক নই; যদি উচ্চস্তরের দার্শনিক বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যিনি মহাবিশ্বের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-যুক্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন, যার অনুসারে যিনি অভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ যদি হোননা তবে অন্তত একটি এত ব্যাখ্যা করতে পারেন। আমি উচ্চস্তরের দার্শনিক শুধুমাত্র বিনয়ী অর্থে যে আমি আছি; বর্তমান সমাজের প্রকৃত দার্শনিকদের দ্বারা অনুসৃত যেগুলি সমস্যার প্রতি আলোকপাত করি এবং ঐ সমস্যা গুলির বিষয়ে দ্বিধাহীন ভাবে কিছু মতামত রাখতে পারি। আমি দাবি করিনা অভ্রান্ত পথে বা পরমসত্য ~~[illegible]~~ বা উত্তরাধিকার করেছি যে ঐ মতামত গুলি কোন অর্থে মৌলিক বা

অধ্যায় । আত্মার দার্শনিক অধ্যয়ন

(1)

Q) Write down the argument given by R.D. Das in fovour of possibletity of Self knowledge :

For - 3

=) আত্মজ্ঞান :—

আমরা সাধারণত মনে করি যে, আত্মা হল একটি বস্তু যা আমরা 'আমি' শব্দ দ্বারা বুঝতে পারি। 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করার ফলে আত্মসচেতনতাও প্রকাশিত হয়। আমি শব্দের অর্থ হল বক্তা বা কর্তা। যখন কোনো ব্যক্তি বা কথা বলে 'তখন আমি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং তার দ্বারা নিজের কথা বলে থাকে। আমি শব্দদ্বারা প্রকাশিত আত্মাকে জানার অর্থ হল বক্তা বা কর্তাকে জানা। জানার কাজ এবং এর অনুশীলন আমাদের কাছে কোন বস্তুর মাধ্যমে পরিষ্কার করা যায় যদি সেগুলি আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পাই। যেটি বা যদি কোন জন থাকে তার অবশ্যই কোন কাজ থাকতে হবে। যেমন— একটি গাছের সাথে পরিচিত হবার সময় আমরা গাছটি সাথে রঙিন জিনিসটির সাথে পরিচিত হই। আমরা যদি কোন কিছু কারণসাথে পরিচিত হই তাহলে আমরা কারণ সাথেও পরিচিত হই। আমরা নিজেদের সত্তা কারণ সাথে পরিচিত হয়েছি এবং এই আমাদের অবস্থাই আমাদের সত্তা যখন নিজেকে জানতে হবে।

আমরা অস্বীকার করতে পারি যে আমরা কোনো ধারণার সাথে পরিচিত নই, কেননা সেক্ষেত্রে আমাদের ধারণার বিষয়ে বুদ্ধিগুলির সাথে কথা বলতে অক্ষম হওয়া উচিত; কারণ এই বর্ণনায় সাক্ষ্যের কোনোসূত্র করা যায় না। তাদের সাথে পরিচিত প্রজাতির সংখ্যা আমি যে ক্রমে নিয়ে নিয়েছি তাই আমি দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমার কোনো সংবেদন নেই, সেখানে কোনো ধারণা এবং কোনো ধারণার ক্ষেত্রে স্বীকার আমি জ্ঞান ও নয়, আমি নিজেকে জ্ঞান বলেও মানি। প্রত্যেকে আমাকে বলুন এখন এটিকে কেন দার্শনিক ভাবে কারণ করা হয় যে আমাদের খুবই জটিল? কেন কিছু দার্শনিক এটিকে একটি বিশেষ বিষয় ছাড়া তোলেন যে আমরা আমাদের ধারণার চেষ্টা করি? যদিও আমরা নিজেকে মানি, আমরা এর প্রকৃতির সাথে পরিচিত হয় কিছু জানি না। আমি একটি জিনিসে পিছিয়ে মানি যেমন - একটি পেনসিল বলতে কি বোঝায়। আমি নিঃসন্দেহে জানি যে আমি আছি বা আমি নিজের অস্তিত্ব মানি, এই নিঃসন্দেহের জন্য আমার ধারণা এবং সুন্দর শ্রমণার সীমা সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা প্রকাশিত হতে থাকে।

দার্শনিকরা যখন আত্মজ্ঞানের অধ্যাবিদ্যার কথা বলেন এখন তাঁরা কোনোরকম এক ধরনের অধ্যাবিদ্যা যাকে যৌক্তিক বা জ্ঞান অর্জনের হিসাবে

বর্ণনা করা হয়। তাঁর বিষয় ও বস্তুর মধ্যে একটি পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং নির্দেশ করেন যে জ্ঞানের যে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বিষয় ও বস্তু আলাদা এবং স্বতন্ত্র থাকে। এই আত্মজ্ঞান অনুমিত হয়ে, জ্ঞাত ও পরিচিত হয়ে উঠে হতে হবে। এটাই দাবি যে আমরা যখন একটি বস্তুকে জানি তখন সেই বস্তুটি আমার সামনে দেখা দিচ্ছে হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করতে হয় যে এই দেখার একটি অপরিহার্য বিশিষ্ট আছে তাহল — আমি থেকে বস্তুর পার্থক্য। বস্তু দ্বারা আমাদের জ্ঞান হয় না আর বস্তুর উদ্ভব হয় কেবল আমি থেকে আলাদা হয়ে। এটা স্বীকার করা হচ্ছে যে আমাদের নিজের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক বা অন্য যে কোন জিনিসের সাথে আমাদের সম্পর্কের থেকে আলাদা। এই যে কারণে আমরা অন্য জিনিস জানতে গিয়ে সেখানে আমরা নিজেকে পাবার প্রয়োজন মনে করি না। এটা অনুমান করা আসলে দেখাচ্ছে যে আত্মজ্ঞান একটি জ্ঞাত বিষয় ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য — যে পার্থক্যটি দুর্বলকারী। যদি তেও আত্মজ্ঞানকে জ্ঞাত কুল ধরে নেয় ও বিষয়ীনেয় হয় যে যা জানা উচিত বা জানতে চেয়েছি আমার থেকে আলাদা হতে হবে তখনে এই আত্মজ্ঞান বজায় করার উপায় হতে পারে না।

আমি যখন একটি কাজ শুনছি তখন একটি দেখায় একটি রং দেখতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রেও

অনুমান করতে পারবে না যে আমার মন অন্য বৈজ্ঞানিকের দিকে ঘুরছে। আমাদের সমস্ত মানসিক অবস্থার কিছু সময়কাল আছে যখন মনে হয়, অন্তত তারা আপেক্ষিক অর্থে বেশ অস্থায়ী নয়। আমাদের এটি বিবেচনা মনে রাখা উচিত — অন্যথায় আমাদের দৈনন্দিন মানসিক জীবন বিশৃঙ্খল কিছু ছাড়া কিছু নয়, যা উচ্চ আদর্শের সম্পর্কে কিছুই জানবে না। বরং কোনো স্থায়ীকাঠামোর আছে যেখানে কোনো অবস্থা আবার কোনো অবস্থার জন্য পর্যবেক্ষণ করে জানার জন্য উপলব্ধ। দ্বিতীয়ত আমাদের মানসিক জীবন কোনো রেখা অনুযায়ী চলে না। এটি দাবি করা যে এক সময়ে কোনো মানে বাধ্যতামূলক আর কিন্তু বাস্তবতা হল যে একাধিক বাক্য এক আমার দ্বারা বেমানান নয় এটি সময়ে ঘটতে পারে বলে মনে হচ্ছে। আমরা যদি এই ধরনের এক গাদা একটি মানসিক অবস্থা পেতে চাই তবে আমাদের বর্ণ কিছুর দিকে ফিরে যেতে হবে। প্রথম আমি একটি স্বাদ উপভোগ করেছি, আমি এটি দ্বিতীয় বার পাই আবার গোলাপটি এবং এটি জানি যে আমি খুব উপভোগ করেছি। এই ভাবে আমরা দেখতে পাই যে জ্ঞান একটি ক্রিয়া ফলাফল অর্জন হওয়ার প্রয়োজন নেই যখন অভিজ্ঞতা শুরু হয়। এমনকি সূর্য দাহন হলেও কারা কিছু দেখার জন্য দায়ী থাকতে পারে।

Q) Explain the Characteristics of Critical thinking : সমালোচনা

⇒ (i) যত্ত যত্ত আলোচনা জীবন বলতে দেখা দর্শনের লক্ষ্য নয়, দার্শনিক তার জীবন বলতের ব্যাখ্যা ও সমাধান করাই দর্শনের লক্ষ্য। তাই যেকোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচ্য বিষয় বস্তুর বিচার বিশ্লেষণ করে তার বিস্তৃত তাৎপর্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হতে হবে। বস্তুর অন্তঃস্থ খণ্ড চিত্র প্রয়োগের অভ্যাস করতে হবে।

(ii) মানব অস্তিত্বের তথা জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণ যেসব দর্শনের অন্তর্ভুক্ত তাই তার বিস্তার বা ধারণা দার্শনিক ও সর্বাঙ্গীন। বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে দার্শনিকের কাজ হোল সমস্যার সব দিক বিচার করা কারণ আমাদের কোন পূর্বে ধারণা করার ঐতিহ্য বা বিজ্ঞান পূর্বে পাওয়া যায় না। যেমন - আমাদের কর্মের স্বাধীনতা আছে কিনা, আত্মা কি নির্ধারিত কিনা? ঈশ্বর সত্তা আছে কিনা? এই ধরনের প্রশ্ন তুলিলে যদি আমরা দার্শনিকসুলভ মনোভাব করি, তাহলে আমরা অনেক প্রশ্নের যথার্থ পূর্বে বের করতে পারি। (এক পৃষ্ঠা বাদে) +

→ কারণ আমাদের যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি বা চিন্তা বিষয় বস্তুগুলোর পরস্পরের কোন ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান বা নেই।

③ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমস্যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন ধরুন যদি মিল করে আমার ব্যবসায় আমরা কি করে মুনাফা অর্জন করা যায়, আবার কোন খাবার খেলে আমার দুধের রান্না কী হলে ভালো হবে, কিভাবে আমার বেশিদিন বাঁচা যায় কীভাবে ইত্যাদি। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক বা ব্যক্তিগত প্রশ্ন দর্শনের আলোচ্য বিষয় নয়। আমি যে এই কাজ কেন করি; এই জগতে ঈশ্বর আছে কি, আত্মা কী, নৈতিক কাজ কী, জীবনের পরিসমাপ্তি কি জেনের বিনাশের সূচনা হয়? ইত্যাদি প্রশ্ন যা ব্যক্তিগতও নয় এবং বস্তুগতও নয়। এই সমস্ত প্রশ্নের যৌক্তিক সমাধান করার জন্য Critical thinking বা বিশ্লেষণাত্মক বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

④ দর্শন যেহেতু জগৎ ও জীবনের মৌলিক প্রশ্নের যৌক্তিক অনুসন্ধান; তাই দর্শন একদিকে যেমন বিচার বিশ্লেষণ ধর্মী, অন্যদিকে আবার গঠনমূলক যৌক্তিক

বিচার বিশ্লেষণই হচ্ছে দর্শনের যথাযথ পদ্ধতি। পদ্ধতিগত দিক থেকে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য দাঁড়ায়। বিজ্ঞান যেখানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয় বস্তুকে নিরীক্ষণ করে দেখে এবং সেই বিষয়ে সত্যতা যাচাই করে, দর্শন কিন্তু শুধুমাত্র বিষয়বস্তুকে পরিপূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করে তার আলোচ্য বিষয় বা বস্তুকে বিচার করে দেখে না। Critical thinking বা যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয় বস্তুকে বিচার বিবেচনা করার ফলে দর্শনের আলোচনার পরিধি বা বিষয় বস্তু শুধুমাত্র ওই জাগতিক ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ওই পদ্ধতির দ্বারা দর্শন অতীন্দ্রিয় বিষয় বা বস্তুকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করে দেখে।

(৫) এই পদ্ধতি কেবল সত্যের স্বরূপ বা অর্থই ব্যাখ্যা করেই সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তব ও বাস্তবের মৌলিক প্রশ্ন ও দার্শনিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দর্শন বলতে কোনো এমন একটি বিষয় যা বাস্তব ও পরাবাস্তব মৌলিক দার্শনিক, অনুপম ও অনাদি অনন্ত প্রশ্ন সমূহের একটি যৌক্তিক সমাধানের প্রচেষ্টা।

অনেক সময় দিয়ে থেকে বলা যায় Critical thinking হলো দর্শনের মূল ভিত্তি।

পরিশেষে বলা যায় Critical thinking হলো এমন একটি পদ্ধতি যা আমাদের ধারণা ও বিশ্বের সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গি ও গভীর উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিজের জীবনে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

(5)

Tuition Self knowledge's last Part Date = 25/04/23

আমরা যখন কোনো বস্তুকে প্রথম দেখি তখন তার সাথে একটি ইন্দ্রিয় অনুভূতি থাকে তখন আমরা তাকে অভিজ্ঞান বা প্রথম জ্ঞান বলি। আমি যখন একটি টেবিল দেখি তখন আমার প্রথম জ্ঞান হয়। জ্ঞান শব্দটি মূলত এই অর্থ বোঝা যায় এবং বস্তু শব্দটিও সাধারণত এই বিষয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বোঝানো। আমার টেবিলটি দেখার বিষয়টি সম্পর্কে আমার চেতনাকে দ্বিতীয় জ্ঞান বলা হয় বা বলা যেতে পারে। এটি শুধু যে দ্বিতীয় জ্ঞান নিজে থেকে এবং স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। দ্বিতীয় জ্ঞান আসলে সম্পূর্ণ রূপে প্রথম জ্ঞান থেকে উদ্ভূত নির্ভরশীল। দ্বিতীয় জ্ঞান আসলে প্রথম জ্ঞানের প্রতিফলন।

Q) What do you mean by Critical thinking? Explaine its general characteristics.

=) দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও সমালোচনা। অপর দার্শনিক পিথাগোরাসের মতে দর্শন জ্ঞানের বিজ্ঞান। এই দর্শন এমন একটি ~~জ্ঞানের~~ বিষয় যার পরিধি নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এর দার্শনিক আগ্রহী হাত ও জ্ঞানান্বেষী। আর দর্শন হলো হাত উৎপত্তির জন্য বিজ্ঞান। মৌলিক প্রশ্ন থেকে শুরু করে জীবন সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নের যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে। এই জ্ঞান জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে; সত্যতা ও যথার্থতা - অযথার্থতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণকে অর্থাৎ Critical thinking - এর মাধ্যমে বিচার বিবেচনা করে দেখা হয়। Critical thinking বলতে বোঝায় - জ্ঞানের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, ভাষা বোঝার শক্তি, দর্শনের সাথে জীবনের বিষয় সম্পর্ক, জ্ঞানের উৎপত্তি, বিষয়বস্তু, সত্যতার মানদণ্ড, শ্রেণিবিভিন্ন শ্রেণি ও যথার্থ - অযথার্থের ধারণা ইত্যাদি বিষয় যথাযথ ও গভীর ভাবে আলোচনা করা।

Q) What is Critical Reflection following R.B. Das.

Q) Distinguish between Belief and knowledge. Can true Belief be called knowledg.

(বিশ্লেষণ ও বিচার)

=> Belief and Knowledge :—

বিভিন্ন দার্শনিকের মতে যে দর্শন জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। জ্ঞান দ্বারা কী বোঝায় বা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কিছু দার্শনিক মনে করেন যে, জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান ধারণা অভ্রান্ত এই বিশ্বাসের জ্ঞান থেকে আলাদা করলে হবে না। আমরা জীবনে জানতে চাই অনেক অভিজ্ঞতা আমাদের আছে আমরা তেমন বলি। তেমন বলতে কি বোঝায় বা তেমন ধারণাকে না জানলে আমরা কিছু সত্যকে জানতে বোঝানো যায় না। যখনি আমরা দেখেন, আমরা কিছু সম্পর্কে জানেন এই ধারণার তেমনের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের নিজ তেমন সবসময় একটি বস্তুর তেমন। এখন তেমনের বস্তু যে কোনো ধারণা হতে পারে। দার্শনিকরা তেমনকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিশ্লেষণ করেছেন যেমন তেমন, ইচ্ছা এবং অনুভূতি।

জ্ঞান হল তেমনের একটি দিক যেখানে বস্তুটিকে আলাদা করে অভিজ্ঞতা নেওয়া হয় এবং স্বাধীন করে তেমনের কাজ হল যে এটি বস্তু। জ্ঞানের বস্তুটি অবশ্যই একটি বিষয়মান বস্তু হতে হবে। দ্বান্দ্ব এবং

বিশ্বাসের মাধ্যমে সত্য? (২) স্বাধীন বস্তুগুলি নিজে নিজে কিছুমাত্র, হিসাব, বিশুদ্ধভাবে তার অস্তিত্ব থেকে আলাদা হিসাবে দেখা হয়, যা বাস্তবে কখনোই পৃথিবী থেকে আলাদা থাকে না। আমরা কখনো কখনো একটি বস্তুর তার অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থির করতে পারি তাদের বিশেষত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। আমি মনে করি যে কখনো কখনো একটি বস্তুকে বাস্তবে যেমন একটি অস্তিত্ব আছে, এবং আমি নিশ্চিত নই যে কোন বস্তুর দ্বারা নিজেই জিনিসের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা। যদি থাকে তবে তা আমার খেয়ে হবে না, কারণ কেবল যাত্র একটি বস্তুরই অস্তিত্ব জানা যায়, যেহেতু আমার পূর্ব বস্তুটি একটি বিশ্বাস দ্বারা তিরিক্ত একটি ধারণা বা ভাবনা দ্বারা গঠিত হয়। আমরা একটি কল্পিত হিসাব বলা যায় বস্তুটি একটি বস্তু যার একটি কিছুমাত্র নিরপেক্ষ। কখনো কখনো একটি বস্তুর মিথ্যা নাম একটি জিনিসের সাথে যুক্ত করা হয় তখন সেই অবস্থাকে মিথ্যা ভাব বলা হয়। সত্যিকারের জ্ঞান বলতে কোনোরকম জ্ঞান জ্ঞান যার মাধ্যমে একটি বস্তুকে এবং একটি জিনিসের প্রতি জোর দেওয়া হয় যার সাথে এটি সত্যই অন্তর্গত। জ্ঞান ধারণা দ্বারা হওয়া সম্ভব, কারণ আমরা যা ধারণা করি বা উচ্চ বাস্তব এর যোগ্য এর নাম জ্ঞান যা দ্বারা।

বিশ্বাসের দার্শনিক ও স্বাধীন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় — যেমন একটি প্রজাপতির বিশ্লেষণ এবং এই প্রজাপতি সম্পর্কে গ্রহণ করা — এখন দেখা যাচ্ছে যে দাঁড়াতে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি আসলে একটি বিষয় নিয়ে

নাটি। একটি হল স্বেচ্ছামূলক এবং অন্যটি হল মানবিক। যখন আমরা একটি বিশ্বাস স্থাপন করি তখন মনে হয় এর পক্ষে যথেষ্ট নিশ্চিত রেখি। আমরা আমাদের মন তৈরি করি যে এমন এবং এই। আমরা যখন কিছু করার নিশ্চিত রেখি তখন আমাদের মনকে এটি রাখে যা এটি ঐচ্ছিক হয় — এটি হল স্বেচ্ছাকৃত। আবার যখন আমরা একটি বিশ্বাস স্থাপন করাই তখন আমাদের অন্য বিশ্বাসের অস্তিত্ব থাকে। এখন প্রশ্ন হল যে কোন আমাদের সেই, যা অর্জন করার সম্ভাবনা আছে, যাতে বিশ্বাস বলা হয় তার থেকে কোন কারণের চিন্তা। আমরা কখনো কখনো জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হই। যেমন — আমরা যখন বলি আমি জানি না যে এই গোলমাল কোথায়, এর আমি বিশ্বাস করি এটি এমনি ছিল। অভিজ্ঞতা থেকে বিষয় গত জ্ঞানকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

Date = 27/04/23

জ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে অর্থের পার্থক্যকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য থাকি। যদিও জ্ঞান বলতে আমরা যে জ্ঞানকে বুঝি তা হল জ্ঞান। যদি কিছুকে জ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করতে হয় এবং তা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট করে যেটি খুব জরুরী করতে হবে। একটি বিশ্বাস আমাদের নিশ্চয়তা এবং ধারণার এমন পোক্ততার অস্তিত্বকে বোঝাতে সাহায্য করে যে একটি বিশ্বাস শক্তিশালী বা দুর্বল হতে পারে যেখানে একটি জ্ঞানকে শক্তিশালী বা দুর্বল বলে কোন কথা বোঝা যায় না। আমরা মনে করেছি কিছু মতকে স্বর্গ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। এই কারণে এটি স্বীকৃত হয় যে জ্ঞানের সম্পূর্ণরূপে একটি থেকে

মুক্ত করা উচিত। আমাদের কাছে জানার জন্য যা কিছু হয় তা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্ভব নয়। আমাদের মধ্যে অনেক জানার অনিশ্চিত প্রকৃতি সম্পর্কে সন্দেহ করা দর্শনের অন্যতম কাজ।

Q) What is commoncence Realism? Explain following R.B. Das.

(1)

=) যখন আমরা যে কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতার দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন আমরা সেই অভিজ্ঞতার দ্বারা গঠিত কিছু বিশ্বাসের সমন্বয়ের মূলত প্রতিফলনের বিষয় বস্তুরূপে দেখি। আমাদের Commoncence এর বিশ্বাসগুলি সমস্ত দার্শনিকের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল সূত্র হয়। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে কি অর্থে আমি একজন বাস্তববাদী? আমি মনে করি বাস্তবতার সত্তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমরা সবাই স্বাভাবিক ভাবেই যে কোন বিষয় বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করি।

(3)

যে বস্তু আমার কাছে স্পষ্ট নির্ভরশীল তা প্রকৃতপক্ষে একটি মানসিক বা অলীক বস্তু। আমি বা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি কিভাবে একটি নির্দিষ্ট বস্তু বিভ্রম হতে পারে, কারণ আমি অলীক বস্তুর ক্ষেত্রেও একটি বাস্তব বস্তুচিত্র করতে পারি। কিন্তু বস্তুটি যে অলীক হওয়া উচিত তা আমি কোনোই ভেবে করতে পারি না, কারণ এই ধারণার বিভ্রমের জন্য এই বিষয়ের প্রয়োজন হবে যে কোন বস্তুই নেই, যা বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমার চেতনার উপর নির্ভরশীল। আমি এখানে বা বিভ্রম

আমাদের বন্ধুর কাছে নিন্দা করা যায়। উদ্দেশ্যহীন কাজের দ্বারাও আমাদের বন্ধুর কাছে নিন্দা করা যায় না কারণ এটি অবাস্তবিক আবার বন্ধুবিহীন জীবের দ্বারাও নিন্দা করা যায় না কারণ এটি উদ্দেশ্য মূলক। আমি আমার অবস্থানও মেনে নিতে পারি না যারা একান্ত বন্ধুটিকে একটি মায়া বলে ঘোষণা করেন না কিন্তু তবুও মনে করন যে বন্ধুটি মনের নির্মাণ (বা মনের সৃষ্টি)। আমি কাজকে গবেষণার দিকে থেকে সম্পূর্ণ ভাব ছাড়াই হিসাব বুঝাতে পারি। আর কিছু করতে বা তৈরি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম বলে মনে হয়। আমরা মাঝে মাঝে কিছু নির্দিষ্ট ধারণা একত্রিত করি এবং একটি নিজস্ব বিশ্বাস কল্পনা করি। কিন্তু এই ধারণা কল্পনার মধ্যে এবং যখন কল্পনার মধ্যে কারোর বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা হয় তখন আমাদের কাছে বিশেষ একটি অর্থ ঘটনা থাকে। প্রকৃত বন্ধুর অনুপস্থিতে যা পরিচিত এবং কোন না কোন ভাব এর থেকে কিছু কোন বন্ধুকে অবিরাম বলা নিদানের অর্থ হবে। কিন্তু বন্ধুর চেহারার দাবিগুলোকে বলা যদিও অন্য কিছুই পাওয়া নেই তবে আমার কাছে কোন অর্থ বিবরণ নিয়ে আসে না।

প্রকৃত বন্ধুকে যারা বাইরে খোঁজে যান না এবং সম্পূর্ণ ভাবে জীবের সত্তা নিয়ে আলোচনা আবার বিচারে মাধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে সম্পর্ক শুধু কাছে জেনে

তারা একটি ~~[illegible]~~ অবস্থান গ্রহণ করে যখন তাদের কাছে মনে হতে পারে। আমরা সাধারণত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কিছু কিছু থেকে তাদের কাজের সম্পর্ক যুক্ত হিসাবে বুঝতে পারি। কিছু তাদের চরিত্রের অবশ্যই নিশ্চয় স্বভাব থাকতে হবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জানার। আমরা যদি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জানার জন্য কেবল স্বভাব জানতে চাপাতি তা হলে বাস্তবেও তাদের জানি না।

ঐতিহ্য বিচারকরা যারা একটি সম্পর্কে ভুল মনে হয়, আমরা কিছুটা নির্দিষ্টের প্রতিটি সম্পর্কে কেন প্রয়োজনীয় নতুন জানা পাই না। কারণ আমরা কেন কাঠামো তৈরি করতে পারিনা যে চরিত্রের বিষয় এবং বস্তু একই একটি উপরে নির্ভর মিলিত হবে। যারা বিচারের একটি অবস্থান যেখানে একটি কাজ যা তারা তৈরি করে পরিচিত বস্তুর অর্থ থাকে না। আমি আমার দৃষ্টি বিন্দুতে Commoncene Realism হিসেবে বর্ণনা করতে চাই, বাস্তববাদের কিছু অন্যান্য রূপ থেকে আলাদা। পাঠ্যটি সম্পর্কে এবং কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে, আমি সম্পর্কের ধারণা একটি প্রত্যয় এবং অর্থগত রূপ হিসেবে বিবেচনা করি আবার সেটিকে সেই বাস্তববাদীদের থেকে ভিন্ন বলে দাবী করি। যারা সম্পর্কটিকে ছিড়িয়ে ধারণায় একটি রূপ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না বা একটিকে অন্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।

আমরা কেবল আমি উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু ধুলো পড়ি না এবং উপলব্ধিতে আমি একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের সাথে একটি বস্তুকে দারুণভাবে পাশ কাটিয়ে যাই। যেমন আমরা একটি টেবিলের অনুভূতি বা ধারণাকে 'Tabularity' বলি। আবার আমি স্বীকার করি যে Tabularity কি তা শিখতে, আমাকে অন্যান্য বস্তুর সাথে টেবিলের তুলনা এবং বৈসাদৃশ্য করতে হতে পারে। কিন্তু একবার আমি এই ধারণাটি কি তা জানতে পেরেছি, আমি এই দারুণভাবে টেবিলের থেকে বস্তু জানতে পারি।

আমার বাস্তবতার commonsence ধারণাটি সম্ভবত এই দৃশ্যে প্রকাশিত হবে যে আমি নিজেকে আমার আশেপাশের সাথে এই ভাবে বিবেচনা করি, যেমন সাধারণত জ্ঞান হিসেবে বলা হয় যে আমি লম্বা এবং লম্বা। আমি এই বিষয়টিকে আমার অর্থ গ্রহণ করি এবং এই জ্ঞান সম্ভব যখন আমি নিজেকে আমার আশেপাশের সাথে একটি হিসেবে ভাবতে পারি।

Knowledge and Belief

আমরা অনেক সময় দৃঢ় বিশ্বাসকে জ্ঞান বলি। কিন্তু জ্ঞান ও বিশ্বাস অভিন্ন নয়। জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়েই মানসিক ক্রিয়া হলেও তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিকেরা নানা ভাবে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে, যে মত স্পষ্টত ভ্রান্তির অভিযোগ ওঠে নিষ্ক্রিয়, জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়ই মানসিক ক্রিয়া হলেও তারা স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

জ্ঞানকে সত্য হতে হবে — জ্ঞানানুযায়ী বিষয় থাকতে হবে। জ্ঞানানুযায়ী বিষয় না থাকলে, জ্ঞান সত্য না হলে, বলা যায় না 'জ্ঞান হয়েছে' বা 'জানছি'। জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া হলেও সম্পূর্ণরূপে মানসিক ব্যাপার নয় — জ্ঞানের এক বিষয়গত দিক (objective side) থাকে। জ্ঞানানুযায়ী বিষয় না থাকলে, ঘটনা না থাকলে, জ্ঞানটি মিথ্যা জ্ঞান পরিণত হয়। এমনকি জ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার — যেমন আশা করা, বিশ্বাস করা ইত্যাদির মূল পার্থক্য।

বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভাবে মানসিক ক্রিয়া। বিশ্বাসের বিষয়বস্তু না থাকলেও, বিশ্বাস অনুযায়ী ঘটনা না ঘটলেও, বিশ্বাসটি মিথ্যা হয় না। আলোক মেঘের অন্ধকারে কেউ যদি আমরা বিশ্বাস করি

যে 'বৃষ্টি হবে' এবং আমার বিশ্বাস অনুসারে বৃষ্টি নাও হয়, তাহলেও আমার 'পূর্বের' বিশ্বাসটি মিথ্যা হবে না, অর্থাৎ বলা যাবে না যে, 'আমার আগের বিশ্বাস ছিল না।' বিশ্বাসের 'সত্যতা' বিশ্বাসের বিষয়ের উপর নির্ভর করে না যে, তা নির্ভর করে বিশ্বাসকারী ব্যক্তির উপর। বিশ্বাসের বিষয়বস্তু থাকুন যেমন বিশ্বাসটি সত্য হয়, তেমনি তা না থাকলেও বিশ্বাসটি বিশ্বাসকারীর সত্য থাকে। বিশ্বাসের বিষয় না থাকলে বিশ্বাসটি ব্যর্থ হয়, কিন্তু মিথ্যা হয় না।

বিশ্বাসের 'অর্থটি' জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। 'যদি আমি জানি যে ব, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে ব' — এটা ঠিক। কিন্তু এর থেকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে বলা যাবে না যে, 'যদি আমি বিশ্বাস করি যে ব; তাহলে আমি জানি যে ব'। বস্তুত এমন অনেক বিষয় থাকতে পারে যাদের আমরা বিশ্বাস করি (যেমন — উই মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে), যদিও সেসব বিষয় সম্পর্কে আমাদের "জ্ঞান হয়েছে" বলা যাবে না, যেহেতু সেসব সত্য নাও হতে পারে। আর জ্ঞান সর্বদা সত্য হতে হবে। কারণ যখন আমরা কিছুকে জানি আমরা তখন তাকে সত্য বলে স্বীকার করি।

Can true Belief be called Knowledge

প্রশ্ন হল - সত্যতার শর্ত এবং বিশ্বাসের শর্ত পূরণ হলে কি বলা যাবে 'জ্ঞান হয়েছে'? অর্থাৎ উক্ত দুটি শর্তকে কি যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত বলা যাবে? সহজ কথায়, সত্য বিশ্বাসকে (true belief) কী 'জ্ঞান' বলা যাবে?

বাস্তবিকপক্ষে, সত্যবিশ্বাস জ্ঞান হোক কিনা। সত্যতার শর্ত ও বিশ্বাসের শর্ত যুক্তিসিদ্ধ 'জ্ঞান'-এর পর্যাপ্ত শর্ত নয়। কোন বাক্য সত্য হতে পারে, বাক্যটির সত্যতা সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসও থাকতে পারে, তবুও সেক্ষেত্রে বলা যায় না যে, জ্ঞান কিনাটি সম্পন্ন হয়েছে। ধরা যাক, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মঙ্গল গ্রহে জীব আছে, এবং আরও ধরা যাক যে, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষ মঙ্গল গ্রহে অভিযান করে জীবের সন্ধান পাবে, অর্থাৎ আমার বিশ্বাসের বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হবে। এমন ~~জ্ঞানটি আমার ছিল~~। কোনও বলা যাবে না যে, যুক্তি করার কালে 'মঙ্গল গ্রহে জীব আছে', এই জ্ঞানটি আমার ছিল। এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস অনুসারে বিষয় হওয়াটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার (accidental) বিশ্বাস অনুসারে ঘটনা কোনও ক্ষেত্রে ঘটে যেত, না ঘটেও পারত। অর্থাৎ এখানে আমার বিশ্বাসটি ছিল ঠিক একটি বিশ্বাস। আমার বিশ্বাসের সমর্থনে এমন অজস্র যুক্তি আমি দেখাতে পারি এবং আমি বলতে পারি যে, মঙ্গল গ্রহে জীব না থাকে পারে না। তাহলে, জ্ঞান হতে গেলে আরও কিছু ওরুত্বপূর্ণ শর্তের উল্লেখ করতে হয় যা হল যুক্তি-বিশ্বাস।

Q) What is true knowledge? (3)
সত্য জ্ঞান বলতে কি বোঝ?

=> প্রতিটি জ্ঞান হল এমন জ্ঞান যেখানে একটি বস্তুকে অন্য একটি জিনিসের প্রতি জোর দেওয়া হয় যার দ্বারা বস্তুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। মিথ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন না আমরা মিথ্যা মূল্য না পাই তখন সত্য জ্ঞানের থেকে মিথ্যা জ্ঞানকে আলাদা করা যায় না। আমি মনে করি একটি দাবীর ব্যবহার অনুধাবন করে তবেই জ্ঞান সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞানকে দেখা সত্য হতে হবে। আমরা যা বুঝি বা যা উক্ত বাক্য তার নামের যোগ্য তা হল জ্ঞান বা সত্য।

Q) What does the word 'I' stand for?

=> আমরা সাধারণত বিশ্বাস যে আত্মা হল একটি বাস্তবতা যা আমরা "আমি" শব্দের দ্বারা বোঝাতে চাই। আমি শব্দের অর্থ হল বক্তা বা ভাবা। যখন কেউ বলুন বা লেখা করুন 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় এবং তার ফলে আত্মার ধারণাও দেখা যায়। 'আমি' শব্দের দ্বারা যে আত্মাকে বোঝানো হয় তাকে ধারণার অর্থ হল বক্তা বা ভাবককে বোঝা। একজন ভাবকের ক্ষেত্রে যে কোন কিছু ধারণার পর, আমাদের এইভাবে

ধারণার কথা বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু ধারণার কথা এবং এর অনুশীলন আর কিছু নয় যা কিছু কোন বর্ণনার দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশ করা যাবে না যদি আমরা সেগুলিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না পাই।

Q) How is Caird's arguments for self-knowledge refuted by R.B. Das.

=> আমরা কেয়ার্ডের মত তর্কও করতে পারি না যে, যেহেতু একটি বস্তু অন্যের দ্বারা এর সম্পর্কের কারণে পরিচিত হয়, তাই সেই জ্ঞানকে নিছক যেকোন বস্তুটি অন্যের দ্বারা গিয়ে যায়। এই কথা কেয়ার্ডের মত আমাদেরকে একটি স্বভাবের দ্বারা স্থাপন করার পরিবর্তে জ্ঞানকে এর পরিবর্তনের নির্দিষ্ট করে। এটি অবশ্যই সত্যি আমরা যখন একটি বস্তুকেমন তখন এটি অন্যের দ্বারা সম্পর্কিত হয়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হতে হবে যে এই সম্পর্কের একটি অপরিহার্য বিশিষ্ট হল অন্য থেকে বস্তুর পার্থক্য। বস্তু ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান হয় না আর বস্তুর পক্ষে হয় কেবল অন্য থেকে আলাদা হয়ে। এই পার্থক্যের জন্য অপরিহার্য। আমাদের স্বীকার করতে হয় না, আমাদের নিজের দ্বারা আমাদের সম্পর্ক এবং যে কেবল নিজের দ্বারা আমাদের সম্পর্ক আলাদা। এই যেমন আমরা অন্য বিভিন্ন জিনিস

কারণ এই জ্ঞান আমরা নিশ্চিত জ্ঞান বলা যায় না। এই আশ্রয়ের ভিত্তি হল বিষয়, আশ্রয় এবং বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে।

Date = 14/05/23

Q) Distinguish between scientific and philosophical knowledge.

=> বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞান :—

অধিবিদ্যা সাধনশাস্ত্র ও সৃষ্টিতত্ত্ব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যত বিতর্ক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে কোন কোন পার্থক্য নেই। দর্শন এবং বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। জ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা কেবল মাত্র দর্শনের আওতাভুক্ত, বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়। দর্শনের সিদ্ধান্ত গুলিকে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যায় না। এর জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানের পরিধির ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে দার্শনিক জ্ঞানের কোন পার্থক্যের উল্লেখ না করলেও কিছু মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে + এই মৌলিক বিষয়গুলি হল নিম্নে

বিশ্লেষণ। দর্শনের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি তাকে বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন করে তা হল, বিচার বিশ্লেষণ। দার্শনিক তাই বলেন 'দর্শন' হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিশেষ 'ধরন' বা সমালোচনা। জ্ঞানের সীমারেখা কতদূর বিস্তৃত? জ্ঞানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ভিত্তি কিরকম? — বিষয় জ্ঞান সংক্রান্ত এই নির্দিষ্ট দর্শন আলোচনার জন্য বলা যায় দর্শনের জন্ম হল জ্ঞানের প্রকৃতি — উৎস অনুসন্ধান ও তার বিচার বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতির বিচার বিশ্লেষণ করা হল দর্শনের জন্য এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চাইতে দর্শনের পার্থক্য। প্রতিটি বিজ্ঞান কতকগুলি মৌল প্রত্যয় যথা — দেশ ও কালের প্রত্যয় আবার কতকগুলি মৌল নিয়ম যথা — কারণ নিয়ম, বিমানুবর্তিতার নিয়ম ইত্যাদির মাধ্যমে এগুলি ও তাদের বস্তু ও ঘটনার optional ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। — কিন্তু মৌল প্রত্যয় ও নীতির সাহায্য ছাড়া বিজ্ঞান তাদের মৌল বস্তু ও ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু এসব প্রত্যয় ও নিয়মের সাহায্য বিজ্ঞান তাদের ব্যাখ্যা দিতে পারলেও কিন্তু মৌল প্রত্যয় ও নিয়মের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বিজ্ঞান এদের নির্বিচারে সত্য বলে মেনে নেয়। দর্শনে নির্বিচার স্বীকৃতি কোন স্থান নেই। অর্থাৎ দর্শন নির্বিচারে কোন কিছুই মেনে নেয় না। দর্শনের কাজ হল বিজ্ঞানের স্বীকৃত তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা বিচার বিশ্লেষণ করে আলোচনা করা

দ্বন্দ্ব বলে এরূপ করে থাকে শিক্ষার দ্বারা বর্ণনা করে।
অভিধানে দ্বন্দ্বতত্ত্বিকা হল রাষ্ট্রের মূলত, 'বিজ্ঞানে যেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব নীতি কে শৃঙ্খল রূপে প্রকাশ করা হয়, দ্বন্দ্বতত্ত্বের সার হল এই সব নীতি অনুসন্ধান বিচার ও বিশ্লেষণ'। প্রতিটি বিচার বিশ্লেষণ যদি ঈশ্বর নিয়ন্ত্রক সত্তা, অদৃষ্টবাদ লক্ষ্য করা যায় তাহলেই দর্শন তাকে এরূপ ধর্মীয় দর্শন বলে আর অদৃষ্টবাদ লক্ষ্য করা গেলে ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন বলে বাতিল করা হয়। মূল কথা হল বিজ্ঞান যেমন তথ্য নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তেমন দর্শন যেমন ঈশ্বর বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে এরূপ করে এরূপ বর্ণনা করে।